ভোরের কাগজ 29
DEC. 20 1999
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

মাধ্যমিক শিক্ষার্থীরা ৪৫টি সংশোধিত বই পাচ্ছে না

প্রকাশক-মুদ্রাকর-কর্মকর্তা যোগসাজসে কৃত্রিম সংকট

মানস ঘোষ : আগামী শিক্ষাবর্ষের শুরুতে মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা অধিকাংশ সংশোধিত নতুন বই হাতে পাচ্ছে না। কবে পাবে তাও নিশ্চিত করে কর্তৃপক্ষ বলতে পারছে না। জানা গেছে, প্রকাশক ও মুদ্রাকররা বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তার সঙ্গে যোগসাজসে পুরোনো বই বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে এই সংকট তৈরি করেছে।

নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হতে আর বাকি ১০ দিন। কিন্তু অধিকাংশ নতুন বইয়ের ছাপার কাজ এখনো শুরুই হয়নি। এ পরিস্থিতিতে ২০০০ সালের জন্য ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পরিমার্জিত ও সংশোধিত প্রায় ৪৫টি বই কবে নাগাদ বাজারে আসবে, আদৌ আসবে কি না এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে সংশয় দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) সূত্রে জানা গেছে, শুধুমাত্র নবম শ্রেণীর ১৫টি বই ছাড়া বাকি নতুন বইগুলো জানুয়ারি মাসে বাজারজাতকরণের জন্য প্রস্তুত হয়নি। এর মধ্যে ব্যাপকভাবে সংশোধিত নবম শ্রেণীর তিনটি, অষ্টম শ্রেণীর তিনটি, সপ্তম শ্রেণীর একটি এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর দুটি বই রয়েছে। ৩০ নভেম্বর ছাপা সমাপ্তির সর্বশেষ নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলেও বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো বই ছাপা নিয়ে এখনও গড়িমসি করে চলছে।

এ ব্যাপারে এনসিটিবির চেয়ারম্যান কফিলউদ্দিন আহমদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বই ছাপা নিয়ে অচলাবস্থার কথা স্বীকার করে বলেছেন, জানুয়ারি মাসের মধ্যে নির্ভুলভাবে নতুন বই প্রকাশ করতে না পারলে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জানা গেছে, একশ্রেণীর প্রকাশক ও মুদ্রাকর বই না ছেপে এ বছর এনসিটিবি থেকে ১৯৯৭ সালের পুরোনো অবিক্রীত বই বাজারজাতকরণের অনুমতি নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এনসিটিবির কিছু কিছু কর্মকর্তা এতে ইন্ধন জোগাচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, পুরোনো বই অফিসিয়ালি বাজারজাতকরণের অনুমতি দেওয়ার নিয়ম এনসিটিবির নেই। তিনি স্বীকার করেছেন এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত মাধ্যমিক স্তরের ৪৫টি নতুন বইয়ের অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত বাজারে আসবে না। একশ্রেণীর ব্যবসায়ীর হীনস্বার্থে এবং এনসিটিবির সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণে ইচ্ছাকৃত কালক্ষেপণের ফলে আগামী বছরে ছাত্রছাত্রীদের ভুলে ভরা পুরোনো এবং নকল বই-ই পড়তে হবে।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের মাঝামাঝি সময়ে এনসিটিবির বিশেষজ্ঞরা মাধ্যমিক স্তরের ৬০টি বই পরিমার্জন ও সংশোধন করেন। ১৯৯৬ সালে নতুন কারিকুলামে মাধ্যমিক স্তরের বই মুদ্রণের পর এই প্রথম (২০০০ শিক্ষা বছরের জন্য) এতো ব্যাপক আকারে সংশোধনী আনা হয়। এর মধ্যে ১৫টি বই সম্পূর্ণ নতুন ও সংশোধনসহ, নয়টি বই ব্যাপক সংশোধনসহ এবং ৩৬টি বই সংশোধন ও পরিমার্জনসহ ১ কোটি ২০ লাখ কপি প্রকাশের জন্য এনসিটিবি উদ্যোগ নেয়।

এনসিটিবি সূত্রে জানা গেছে, সম্পূর্ণ নতুন ও সংশোধনসহ ১৫টি বইয়ের সবগুলোই নবম শ্রেণীর। বরাদ্দপ্রাপ্ত ৪৪টি প্রতিষ্ঠান নতুন কভার ও হালকা ব্রাউন কাগজে জলছাপ দেওয়া সিকিউরিটি কাগজসহ এই বইগুলোর বেশির ভাগই ছাপার কাজ শেষ করেছে।

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম

মাধ্যমিক স্তরের বই

● প্রথম পাতার পর

নবম শ্রেণীর বইগুলো হলো- ইতিহাস, জীববিজ্ঞান, হিন্দু ধর্ম, উচ্চতর গণিত, ব্যবসা উদ্যোগ, ব্যবসা পরিচিতি, ইংরেজি, বাংলা সহপাঠ, বীজগণিত, ইসলামিয়াত, বাণিজ্যিক ভূগোল, কৃষি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, ব্যকরণ এবং উচ্চতর গণিত ব্যবহারিক। এই ১৫টি বই শিগগিরই বাজারজাতকরণের অনুমতি দেওয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, বাকি ৪৫টি বইয়ের বরাদ্দ পেয়ে মোট ১০১টি প্রতিষ্ঠান ছাপার কাজ নিয়ে এখনও টালবাহানা করে চলছে। সূত্রমতে, বই ছাপার জন্য ২০০০ মেট্রিক টন কাগজের মধ্যে মাত্র ২০০ মেট্রিক টন কাগজ খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল থেকে তারা উত্তোলন করেছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাগজ উত্তোলন করে বই প্রকাশের জন্য উপরোক্ত ১০১টি প্রতিষ্ঠানকে এনসিটিবি একাধিকবার তাগিদপত্র দিলেও কোনো কাজ হয়নি। সময়মতো বই না ছাপলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ বাতিলের নিয়ম থাকলেও এনসিটিবির পক্ষ থেকে এ জাতীয় কোনো উদ্যোগও নেওয়া হয়নি।

এদিকে, ছাপা না হওয়া ৪৫টি বইয়ের মধ্যে নয়টি বই জরুরি ভিত্তিতে প্রকাশের জন্য এনসিটিবি সম্প্রতি তৎপর হয়ে পড়েছে বলে জানা গেছে। বইগুলো হলো- নবম শ্রেণীর ভূগোল, জ্যামিতি, উচ্চতর জ্যামিতি, অষ্টম শ্রেণীর কৃষি, সামাজিক বিজ্ঞান, অঙ্ক, সপ্তম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞান এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞান, অঙ্ক। বইগুলো ব্যাপকভাবে সংশোধিত।

উল্লেখ্য, জানুয়ারিতে ঈদের ছুটির পরই নতুন শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হচ্ছে। এ সময় ছাত্রছাত্রীরা সংশোধিত বই হাতে না পেয়ে পুরোনো বই ক্রয় করবে কিনা এ ধরনের কোনো ঘোষণাও কর্তৃপক্ষ দিচ্ছেন না।